দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
[illegible] মঙ্গলবার, ১২ পৌষ ১৪১৪, [illegible]

উত্তরাঞ্চলসহ দেশের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের উদ্দেশে

ড. এম. আজিজুর রহমান

আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য ও কর্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে এবং উত্তরাঞ্চলসহ সমগ্র দেশের বসবাসকারী জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সামাজিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন রাজনৈতিক উদ্যোক্তা, সেই সাথে সফল নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ও বহুল পরিচিত সমাজকর্মী। নিজ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আপনাদের ভাবমর্যাদা এবং গণআস্থার কারণেই আপনাদের মধ্য থেকে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে আগামী নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন। আমাদের চেয়ে আপনারা অনেক বেশী অবগত আছেন, যে কোন হিসেবেই উত্তরাঞ্চল দেশের চার ভাগের এক ভাগের প্রতিনিধিত্বকারী। জনসংখ্যা, পরিবারের সংখ্যা, মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন, প্রশাসনিক জেলা ও উপজেলার সংখ্যা যে কোন দিক থেকে বিচার করলেই এ চিত্র ধরা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সুবিধা যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক কোনদিক দিয়েই উত্তরাঞ্চল দেশের চার ভাগের এক ভাগ প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হলেও তা বাস্তবতার মুখ বিশেষ দেখেনি। যেমন পাবনার রূপপুরের আণবিক প্রকল্পের স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বগুড়া ও দিনাজপুরের সম্ভাবনাময় কয়লা খনির কাজ এখনও শুরু হয়নি। নেপালের সাথে চুক্তি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বাংলাদেশে আমদানীর সম্ভাবনাও স্থগিত রয়েছে। নেপাল-উত্তরবাংলা-মংলা এবং মংলা-উত্তরবাংলা-নেপাল আন্তর্জাতিক মহাসড়ক নির্মাণ এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে মংলা বন্দরের উন্নয়নের স্বপ্ন এখনও স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চল বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদের মধ্যে অন্যতম। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, উত্তর বাংলা প্রকটভাবে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। কেন এ বৈষম্য কমছে না বা এ অঞ্চলের উন্নতি করা যাচ্ছে না তার কারণ খুঁজতে গেলে বহু কারণ বেরিয়ে আসে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাব এবং যোগাযোগের অপ্রতুলতার কারণে উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়ন নেই বললেই চলে। ছোটখাটো শিল্পকারখানা যেমন রাজশাহীর রেশম শিল্প, পাবনার তাঁতশিল্প এবং বগুড়ার কৃষি সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য শিল্পকারখানা যা আছে সেগুলো পুঁজির অভাব মুখথুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা। এ কারণে এ অঞ্চলে কর্মসংস্থানের অভাব প্রকট। এ অঞ্চলে শিক্ষার হার ও [illegible] বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশে পোশাক শিল্প ও জনশক্তি রপ্তানী হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। অথচ উত্তরাঞ্চলে এ খাতগুলোর কোন বালাই নেই বললেই চলে। কৃষি প্রধান উত্তরাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, নদী ভাঙন ও বন্যার কারণে প্রতি বছরই এক থেকে দু'বার ফসলহানি হয়ে থাকে। দারিদ্র্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা আর্থিক ক্ষমতার অপ্রতুলতার কারণে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। সমগ্র উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বড় অভাব। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অভাবে সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বড় হতে থাকে। এসব কিছুই উত্তরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের আয় উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবপর্যপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এ প্রতিবন্ধকতার নির্মম কারাগার থেকে উত্তরাঞ্চলকে মুক্ত করতে হলে দরকার সামাজিক ও জাতীয়ভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আমরা জানি আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে যুক্তিসঙ্গত আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ শুরু হয় জাতীয় সংসদ থেকে। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে পদক্ষেপ গ্রহণে আপনারা ভূমিকা পালন করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা। আপনাদের ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল কর্তৃক উত্তরবাংলার জনসাধারণের করুণ কাহিনী ও পরিস্থিতির চিত্র হিসেবে বেশকিছু প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন : চাই সবার সহযোগিতা (স্টার দিবস, ২১-০৭-২০০৫), বগুড়াভিত্তিক উত্তরবাংলার উন্নয়ন (ইত্তেফাক ১৬-০১-২০০৮ এবং সংগ্রাম ০৫-০১-২০০৮), উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন (সমকাল [illegible]), উত্তরবাংলার উন্নয়ন : [illegible] (সমকাল [illegible]), [illegible] ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট ও উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভা (ইনকিলাব ৩০-০৬-২০০৮), বগুড়া সিরাজগঞ্জ কলেজ (সমকাল [illegible]), বৈষম্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলে শিক্ষার ও বিদ্যুৎ বিস্তার (সমকাল [illegible]), বগুড়ার উপজেলা ওয়ারী শিবার অবহেলা বিষয়ক পর্যালোচনা (একাত্তরের [illegible])। (সূত্র : নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আর্কাইভ, ঢাকা।) আমরা আশা করি ও প্রার্থনা করছি উত্তর বাংলার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে আপনাদের সাহায্য করবে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের মত সুযোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন পাওয়ার প্রেক্ষিতে আপনারা সমগ্র উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই ভাগ্যবিড়ম্বিত উত্তরাঞ্চলের জনগণসহ সমগ্র দেশ আপনাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা নির্বাচিত হয়ে উত্তরাঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রাখবেন এটা আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা। আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে উত্তরাঞ্চলসহ দেশজুড়ে বসবাসকারী নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ সবসময় স্বাগত জানাবে এবং আপনাদের যে কোন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় সহযোগিতা করবে।

আপনাদের বিজয়ের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের বৈষম্যপীড়িত জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক, সৃষ্টিকর্তার কাছে এ প্রার্থনা করছি।

লেখক : চেয়ারম্যান, নর্থবেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল